পাক্ষিক

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়তকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক ঃ
এ. এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ১৮শ সংখ্যা
১৬ই মাঘ ১৩৯০ বাংলা ॥ ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৪ ইং ॥ ২৭শে রবিউল সানী ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৪

৩৭শ
১৮শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সুরা আ'রাফ (৮ম পারা ১০ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'পানাহারের নীতি ও মেহমান নিওয়াযী'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমূদ	৫
* আহ্‌মদীয়া জামাতের ৯১তম আন্তর্জাতিক সালানা জলসা : * হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ :	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৭ ১০
* সংবাদ :		২২
* কুরআন ও বিজ্ঞান—(৮) :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৬

জরুরী সার্কুলার

বন্ধুগণের বিশেষ অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, আসন্ন জলসায় জায়গার স্বল্পতাহেতু লাজনা ও বাচ্চাদের অংশ গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা করা যাইতেছে না। সকল জামাতে বন্ধুগণের নামে জলসার চাঁদা চাহিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্র চাঁদা উসুল করতঃ অত্র দপ্তরে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করিবেন। নিবেদক—

এ, কে, রেজাউল করিম
সেক্রেটারী, জলসা কমিটি
বাংলাদেশ আঃ আঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৭ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা

৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৪ইং : ১৬ই মাঘ ১৩৯০ বাংলা : ৩১ই সুলহা ১৩৬৩ হিঃ শামসী

সুরা আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

অষ্টম পারা **১০ম রুকু**

৭৪। এবং আমরা সামুদ জাতির নিকট তাহাদের ভাই সালেহকে (রসুল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া ছিলাম), সে তাহাদিগকে বলিল, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নাই, নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের রাব্বের পক্ষ হইতে এক সুস্পষ্ট দলিল আসিয়াছে (উহা এই যে) ইহা আল্লাহর উষ্ট্রী, যাহা তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ, সুতরাং তোমরা ইহাকে ছাড়িয়া দাওযেন আল্লাহর যমীনে ইহা খাইয়া বেড়ায়, ইহাকে কোন কষ্ট দিও না নতুবা তোমাদিগকে যন্ত্রনাদায়ক আযাব গ্রেফতার করিবে।

৭৫। এবং স্মরণ কর যখন তিনি আ'দ জাতির পর তোমাদিগকে (তাহাদের) স্থলাভিসিক্ত করিলেন এবং তোমাদিগকে যমীনে এমনভাবে স্থাপিত করিলেন যে, তোমরা উহার ময়দানগুলিতে প্রসাদসমূহ নির্মাণ করিতে এবং পাহাড়সমূহকে খনন করিয়া বাসগৃহ বানাইতে, অতএব তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ কর এবং জানিয়া বুঝিয়া যমীনে ফাসাদ করিয়া বেড়াইও না।

৭৬। তাহার জাতির ঐ সকল প্রধান ব্যক্তি যাহারা অহংকার করিয়াছিল, ঐ সকল লোককে, বলিল, যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে ঈমান আনিয়াছিল এবং দুর্বল বলিসা গণ্য হইত, যে তোমরা কি (সত্যই) জান, সালেহ তাহার রাব্বের পক্ষ হইতে রসুল (নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছে)? তাহারা উত্তরে বলিল, নিশ্চয় যে শিক্ষাসহ সে প্রেরিত হইয়াছে উহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি।

৭৭। ইহাতে যাহারা অহংকার করিয়াছিল তাহারা বলিল, যাহার (অর্থাৎ যে শিক্ষার)

উপর তোমরা ঈমান আনিয়াছ, আমরা নিশ্চয় উহা অস্বীকার করিতেছি।

৭৮। অতঃপর তাহারা (উত্তেজিত হইয়া) উষ্ট্রীর হাঁটুর তন্ত্রী কাটিয়া দিল এবং তাহাদের রব্বের হুকুমের নাফরমানী করিল, এবং বলিল হে সালেহ! যদি তুমি সত্য রসুল হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি আমাদের উপর সেই আযাব আন যে সম্বন্ধে তুমি আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছে।

৭৯। অতঃপর এক ভূমিকম্প তাহাদিগকে গ্রেফতার করিল, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

৮০। তখন সে (অর্থাৎ সালেহ) তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল, এবং বলিয়া গেল, হে আমার জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে আমার রাব্বের পয়গাম পেঁৗছাইয়া দিয়াছিলাম, এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা হিতোপদেষ্টাদিগকে পসন্দ কর না।

৮১। (আমরা) লুতকে ও (রসুল নিযুক্ত করিয়া তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম), যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, তোমরা কি এমন নির্লজ্জ কাজ করিতেছ, যাহা তোমাদের পূর্বে জগদ্বাসীগণের মধ্যে কেহই করে নাই।

৮২। এবং নিশ্চয় তোমরা কামতৃপ্তির উদ্দেশ্যে পুরুগনের নিকট গমন কর, বরং (আসল কথা এই যে) তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী জাতি।

৮৩। বস্তুতঃ ইহা ছাড়া তাহার জাতির আর কোন উত্তর ছিলনা যে, তাহারা বলিল, হে জনগণ! তাহাদিগকে (অর্থাৎ লুত এবং তাহার সাথীগণকে) তোমাদের শহর হইতে বাহির করিয়া দাও। তাহারা এমন লোক, যে নিজেদের পবিত্রতার বড়াই করিতেছে।

৮৪। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলাম তাহার স্ত্রীকে বাদ দিয়া, কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের সহিত রহিয়া গিয়াছিল।

৮৫। এবং আমরা তাহাদের উপর (ভূমিকম্পের সহিত) ভীষণ শিলা-বৃষ্টি বর্ষন করিয়াছিলাম, অতএব দেখ, অপরাধীগণের পরিনাম কি হইয়াছিল! (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পুর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্‌দী আঃ)

হাদিস শরীফ

পানাহারের নীতি ও মেহমান নিওয়াযি (অতিথি সেবা)

১। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "খাওয়ার মধ্যভাগে বরকত নাযেল হয়। এজন্য কিনারা অর্থাৎ এক দিক হইতে খাইবে এবং মধ্যস্থান হইতে খাইবে না।"
['তিরমিযি ; কেতাবুল আৎয়েমাহ্, বাবু কেরাহিয়াতিল-উকুলে মিন্ ওসাতিৎ-তায়াম, ২ : ৩ পৃঃ]

২। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "তোমাদের কেহ বাম হাতে পানাহার করিবে না। কারণ, শয়তান বাম হাতে পানাহার করে।"
[মুসলিম ; কেতাবুল-আশরেবাহ্ বাবু আদাবিত্তায়ামে ওয়াল আশরাবাহ্, ১-২ : ২৮৬ পৃঃ]

৩। হযরত উমর বিন আবি সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এক বিবির পূর্ব স্বামীর পুত্র ছিলেন, তিনি বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গৃহে ছোট সময় আমি থাকিতাম। আমার হাত স্ফূর্তির মধ্যে পেয়ালায় এদিকে সেদিকে ঘুরিত। অর্থাৎ বেসবুরী করিয়া তাড়াতাড়ি খাইতাম এবং আমার সম্মুখের প্রতি খেয়াল করিতাম না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার এই অভ্যাস দেখিয়া ফরমাইলেন : "খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ্' পড়িবে। ডান হাতে খাইবে। তোমার সম্মুখ হইতে খাইবে।"
[বুখারী, কেতাবুল আৎ-য়েমা বাবুত তাসমিয়াতে আলাত্তয়ামে ওয়াল আকলে বিল ইয়ামীন ২ :৮০৯ পৃঃ]

৪। হযরত জাবালা বিন সুহাইম রাযিয়াল্লহু আনহু বলেন : "হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের (রাযিঃ) খেলাফতের সময় এক বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। একদা আমরা কিছু খেজুর পাইলাম। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) আমাদের পার্শ্ব দিয়া যাইতে ছিলেন। তখন ফরমাইলেন : একত্রে বসিয়া খাওয়ার সময় দুই খেজুর একবারে মুখে দিবে না। অর্থাৎ অধৈর্য ও লালসা প্রদর্শন করিবে না। কারণ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যদি খাওয়ায় তাহার সঙ্গী ভ্রাতা ইহার অনুমতি না দেন।
[বুখারী, কেতাবুল আৎয়েমাহ বাবুল কেরানুন ফিত্তামার ; ২ : ৮১৯, মুসলিম ২ :২৯৯পৃঃ]

৫। হযরত কায়াব বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখিয়াছি যে, তিনি (সাঃ) তিন অঙ্গুলি দ্বারা আহার করিতেন

এবং ফারেগ হইয়া অঙ্গুলি সাফ করিতেন।"

[মুসলিম ; কেতাবুল আশারেবাহ, বাবু ইস্তেহবাবে লায়কাল আসাবেয় ২-২ ঃ ২৯ পৃঃ]

৬। হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "যখন তোমাদের কাহাকেও খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয় কোন নিমন্ত্রণ করা হয়—তখন তাহা কবুল করিবে। রোযা রাখিয়া থাকিলে দোওয়া দিবে এবং অক্ষমতা জানাইবে। রোযাদার না হইলে, যাহা উপস্থিত হয় তাহা খুশির সহিত খাইবে।"

(মুসলিম, কেতাবুল-নিকাহ ; বাবুল-আমরি বে-ইজাবাতেদ-দায়েয়া ইলাদ দাওয়াহ ১-২ঃ৬৪৪)

৭। হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ "সেই ওয়ালিমার দাওত (বিবাহের পর বর পক্ষের নিমন্ত্রণ) সর্বাপেক্ষা খারাপ, যে নিমন্ত্রণে তাহাদিগকে ডাকা হয় না, যাহারা আসিতে চায় এবং উহাদিগকে ডাকা হয়, যাহারা যোগদান করিতে অস্বীকার করে এবং অহঙ্কার বশতঃ ঐরূপ দাওত হইতে আপনাকে উর্ধ্বে মনে করে।" অন্য এক রেওয়াইতে আছে, "সেই ওয়ালিমার দাওত অতি খারাপ যে ওয়ালিমায় ধনীদিগকে ডাকা হয়, গরীবদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয় না।"

(মুসলিম, কেতাবুন নিকাহ—বাবু আমরি বে-ইজাবাতেদ-দায়িয়া ইলাদ দাওয়াহ,' ২-২ ঃ ৬৪৫)

৮। হযরত আবু মাস্‌উদ আল-বদরী রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি দাওত করিল এবং সাথে চারি জন যাওয়ার কথাও বলিল। যখন তিনি (সাঃ) খাওয়ার জন্য চলিলেন, তখন একজন অতিরিক্ত হইয়া পড়িল। দরোজায় পেঁৗছিয়া তিনি (সাঃ) মিমন্ত্রণকারীকে বলিলেন ঃ 'এই ষষ্ঠ ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গ ধরিয়া আসিয়াছে। যদি চাও, সে ভিতরে যাইবে। নতুবা, চলিয়া যাইবে।' নিমন্ত্রণকারী নিবেদন করিল ঃ 'হুযুর, তিনিও আসুন এবং ভোজে শামিল হউন'।"

(মুসলিম, "কেতাবুল-আশরেবাহ, বাবু মা ইয়াফ-আ-যায়ফু ইযা তাবেয়াহা গায়রু মিন দায়াহু সাহেবুয়াম, ১-২ ঃ ২৯২ পৃঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ ঃ—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজের ইচ্ছা বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ-তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অসাধারণ নবী (সাঃ) যাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয় গুণ ও বিশিষ্ট এবং কীর্তির কষ্টিপাথরে সুপ্রকাশিত

"জগতে আল্লাহর এক মহিমান্বিত রসুল (হযরত মোহম্মদ সাঃ) আসিয়াছেন, যাহাতে সেই সকল (আধ্যাত্মিক) বধির-দিগকে কর্ণ দান করেন, যাহারা আজ হইতে নয় বরং শত সহস্র বৎসর ধরিয়াই বধির। কে অন্ধ এবং কে বধির ? সেই ব্যক্তি, যে তৌহিদ গ্রহণ করে নাই এবং সেই রসুলকেও গ্রহণ করে নাই, যিনি নুতনভাবে পুনরায় ভু-পৃষ্ঠে তৌহিদকে কায়েম করিয়াছেন। সেই রসুল যিনি বন্য ও পশু-স্তরের লোকদিগকে সভ্য মানুষে এবং সভ্য মানুষকে চরিত্রবান মানুষে পরিণত করিয়াছেন অর্থাৎ সত্যিকার ও প্রকৃত চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলীকে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রে স্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর চরিত্রবান মানুষদিগকে খোদা-যুক্ত হওয়ার স্তরে উন্নীত করিয়া এলাহী রঙে রঙীন করিয়াছেন। সেই রসুল, হঁ,া সত্যের সেই প্রজ্জোলসূর্য, যাঁহার পদতলে সহস্র সহস্র মৃত শেরক (অংশীবাদিতা), নাস্তিকতা, অবাধ্যতা ও পাপাচারের কবল হইতে মুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিরাছে এবং কার্যকর রূপে যিনি কিয়ামতের নমুনা ও দৃশ্য দেখাইয়াছেন। যীশুর ন্যায় শুধু বাগাড়াম্বর ও নীতিবাক্য উচ্চারণেই ক্ষান্ত হন নাই। সেই মহা নবী (সাঃ) মক্কায় আবির্ভূত হইয়া শেরক এবং মানব-পুজার গভীর অন্ধকারকে তিরোহিত করিয়াছেন। হঁা, জগতের প্রকৃত জ্যোতি একমাত্র তিনিই ছিলেন ; তিনি জগতকে তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া বাস্তবিকপক্ষে সেই আলো দান করিয়াছিলেন যাহা অন্ধকার রাতকে দিন করিয়াছিল। তাঁহার আগমনের পুর্বে জগৎ কি ছিল ? অতঃপর তাঁহার আগমনের পর তাহা কি রূপ ধারণ করিয়াছিল ? ইহা একটা এমন কোন প্রশ্ন নয়, যাহার উত্তর মোটেও কঠিন হইতে পারে ; যদি আমরা বে-ঈমানীর পথ অবলম্বন না করি, তাহা হইলে আমাদের বিবেক (Conscience) নিশ্চয়ই আমাদের অঞ্চল ধরিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে বাধ্য করিব যে, এই মহামর্যাদাবান রসুলের পুর্বে খোদাতায়ালার মহিমা ও মাহাত্ম প্রতিটি দেশের মানুষ বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সেই সাচ্চা মা'বুদ (উপাস্য)-এর সকল গৌরব ও মর্যাদা অবতার, দেব-দেবী, প্রস্তর, তারকা, নক্ষত্র-গাছ-বৃক্ষ ও জীব-জন্তু এবং মরণশীল মানবদিগকে দান করা হইয়াছিল এবং তুচ্ছ ও হীন সৃষ্ট জীবকে সেই মহাপ্রতাপশালী ও

পবিত্রতম খোদার স্থান ও আসনে বসানো হইয়াছিল। এবং ইহা একটি নির্ভুল ও সাচ্চা ফয়সালা যে, যদি এই সমস্ত মানুষ, জীব-জন্তু ও গাছ-বৃক্ষ এবং তারকা-নক্ষত্রই খোদা-স্বরূপ হইত—যেগুলির মধ্যকার যীশুও একজন, তাহা হইলে বলা যাইত, এই রসুলের কোন আবশ্যক ছিল না। কিন্তু যেহেতু (যীশু সহ) এ সকল জিনিস কখনও খোদা ছিল না, সেহেতু সেই দাবী এক মহা জ্যোতি বহন করে, যে দাবী হযরত সৈয়দনা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কার পর্বতমালার উপরে দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেই দাবী কি ছিল? তাহা ছিল এই যে, তিনি বলিয়াছিলেন, 'খোদাতায়ালা জগতকে শেরকের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখিয়া সেই অন্ধকারকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠাইয়াছেন।" উহা শুধু একটা দাবীই ছিলনা বরং রসুলে-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উক্ত দাবীকে বাস্তবে পুর্ণ করিয়া দেখাইয়া দেন। যদি কোন নবীর গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার সেই সকল কীর্তির দ্বারা প্রতীয়মান হইতে পারে, যে সকল কীর্তির মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি প্রকৃত ও সত্যকার সহানুভুতি সকল নবীদের তুলনায় অধিক পর্যায়ে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে, হে সমগ্র মানবকুল! উঠ এবং সাক্ষ্য দান কর যে, এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যে জগতের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন নযির নাই।

সৃষ্টির উপাসকগণ এই মহামহিমান্বিত রসুলকে চিনে নাই, সনাক্ত করে নাই, যিনি সত্যিকার সহানুভুতির সহস্র সহস্র জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি, সেই সময় এখন সমাগত, যখন এই পবিত্রতম রসুল (সাঃ)-কে সনাক্ত করা হইবে, সকলেই তাঁহাকে চিনিয়া লইবে। ইচ্ছা করিলে তোমরা আমার কথা লিখিয়া রাখ যে, এখন হইতে মৃতের উপাসনা ক্রমশঃই স্তিমিত ও হ্রাস-প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, এমন কি উহা নিস্ত ও মাবুদ হইবে, চিরতরে লোপ পাইবে। মানুষ কি খোদার মোকাবিলা করিতে পারিবে? তুচ্ছ বিন্দু কি খোদাতায়ালার ইরাদা ও সংকল্প সমুদয়কে রদ করিতে পারে? নশ্বর আদম-সন্তানের পরিকল্পনাসমুহ কি এলাহী হুকুমসমুহকে ব্যর্থ ও হেয় প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইবে? হে শ্রবণকারীগণ! শুন, হে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ! প্রণিধান কর এবং স্মরণ রাখ যে, সত্য প্রকাশিত হইবে এবং সেই যে প্রকৃত জ্যোতি উহা দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হইবে।"

(তবলীগে রেসালত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯)

অনুবাদঃ **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

কলরব ধ্বনি উঠিবে যবে গোর হাতে সবার, রোজ হাশরে।
তব প্রশংসা মুখর সরব গোর খানি, পরিচয় দিবে মোর সবার মাঝারে॥
[আরবী দুররে সমীন] — হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

ইসলাম ও আহমদীয়াতের অম্লান ও ক্রমবর্ধমান উজ্জ্বল নিদর্শন

আহমদীয়া জামাতের ৯১তম আন্তর্জাতিক সালানা জলসা

অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত

আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, দূর ও মধ্যপ্রচ্যের বিভিন্ন দেশ হইতে পৌনে তিন লক্ষ আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ ঃ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর উদ্বোধনী ভাষণ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে জ্ঞানগর্ভ, প্রানবন্ত ও ঈমান উদ্দীপক ভাষণ ঃ

৮৫ হাজার মহিলার সমাবেশে হুজুরের হৃদয়গ্রাহী গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ঃ জামাতের উলামা ও চিন্তাবিদগণের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ঃ আরও বহুবিধ জ্ঞানদীপ্ত সভা-অনুষ্ঠান ঃ

ইবাদত, যিকরে ইলাহী, ইসলামী বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ, সহানুভূতি, আন্তরিক নিষ্ঠাপূর্ণ অতিথি-সেবা, অনাবিল শান্তি ও শৃঙ্খলা, বিশাল ও বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা ও বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রাণবন্ত ও অনুপম দৃশ্যাবলী ঃ

জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসা আল্লাহতায়ালার স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত একটি এলাহী জামাতের আন্তর্জাতিক বার্ষিক সম্মেলন, যাহা এই জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠতা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর প্রতি নাজেলকৃত অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ অনুযায়ী আল্লাহ-তায়ালার ফজল ও করমে ১৮৯১ ইং হইতে প্রতি বৎসর ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া এই এলাহী জামাতের সত্যতার জ্বলন্ত নিদর্শন ও চির উজ্জল স্বাক্ষর বহণ করিয়া আসিতেছে। এবারও ৯১তম সালানা জলসা জামাতের বিশ্বকেন্দ্র দারুল-হিজরত রাবওয়ায়, ২৬ ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং তিন দিন ব্যাপী অভূতপূর্ব সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে বিগত বৎসরের তুলনায় প্রায় অর্ধলক্ষ অধিকতর লোকের সমাগমে সর্বমোট পৌনে তিন লক্ষেরও অধিক লোক যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে ত্রিশ হাজারের উর্ধে আহমদী ব্যতীত ভিন্ন ফের্কার মুসলমানগণ ছিলেন। পাকিস্তানে বিস্তৃত অসংখ্য জামাত ব্যতীত বিশ্বের ১০৪টি দেশে প্রতিষ্ঠিত জামাতের মধ্যে ২৮টি দেশের জামাতের পক্ষ হইতে প্রেরিত ৮৭ জন প্রতিনিধি জলসায় যোগদান করেন। এছাড়া বিদেশে বসবাস-কারী বহু আহমদীও ব্যক্তিগতভাবে আসিয়াছিলেন। ইঁহারা আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া ও এশিয়া (বিশেষতঃ মধ্যপ্রচ্য)-এর বিভিন্ন দেশ হইতে আগমন করেন। মহিলাদের পৃথক জলসাগাহে তাঁহাদের সংখ্যা ছিল এবার ৮৫ হাজার। সকলের থাকা ও

খাওয়ার অচিন্তানীয় সুব্যবস্থা ছিল। আরামদায়ক বহু কক্ষ বিশিষ্ট দারুল-যিয়াফত (অথিতি-শালা) এবং ছয়টি সুসজ্জিত গেষ্ট-হাউস ছাড়া রাবওয়ার প্রতিটি গৃহে এবং বহু তাবুতে মেহমানগণ আল্লাহতায়ালার যিকর ও হামদে নিয়োজিত থাকিয়া অবস্থান করেন। ছয়টি সুনিয়ন্ত্রিত বিশাল লঙ্গর খানা হইতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে প্রস্তুতকৃত রুটি ও সুস্বাদু তরকারী এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় খাবার অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী খোদ্দাম-আতফাল-আনসার-নাসেরাত-লাজনা কর্তৃক সকল মেহমানকে সযত্নে নিয়োমিত পরিবেশন করা হয়। এই সুশৃঙ্খল ও সুনিপুন ব্যবস্থা জলসার ৫ দিন পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত জলসার পরবর্তী ৫ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

তিন দিনের জলসায় হযরত আমীরুল-মুমেনীনন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) উদ্বোধনী ভাষণ ব্যতীত জলসার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের উভয় দ্বিতীয় অধিবেশনে দুই দুই ঘন্টা স্থায়ী সুবিস্তৃত, সারগর্ভ, প্রানবন্ত ও তেজদীপ্ত ঈমান বর্ধক ভাষণ দান করেন। এতদ্ব্যতীত, হুজুর (আইঃ) মহিলাদের জলসগাহে তাহাদের উদ্দেশ্যে এক অতি গুরুত্বপুর্ণ ভাষণ দান করেন, যাহা পুরুষদের জলসাগাহে মাইক ব্যবস্থা যোগে সরাসরি রিলে করা হয়। মহিলাদের মধ্যে প্রদত্ত হুজুরের ভাষণ পুরুষদের জলসাগাহে সরাসরি শোনানোর ব্যবস্থা এবারই প্রথম ছিল। উল্লেখযোগ্য যে উভয় জলসাগাহের মধ্যে ব্যবধান প্রায় অর্ধ মাইলের। তেমনিভাবে, হুজুরের অপরাপর সকল ভাষণ—যেগুলি তিনি পুরুষদের জলসায় প্রদান করেন — মহিলারা তাহাদের জলসাগাহে বসিয়া শ্রবণ করেন। হুজুরের ভাষণ সমূহ ব্যতীত জামাতের ১০ জন বিশিষ্ট আলেম ও চিন্তাবিদ গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। উহাদের মধ্যকার পাঁচটি বক্তৃতাও মহিলাদের জলসাগাহে সরাসরি রিলে করিয়া শোনানো হয়। এতদ্ব্যতীত, মহিলাদের পৃথক কর্মসুচী অনুযায়ী তাহাদের জলসা অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষদের জলসায় নির্ধারিত ১০টি বক্তৃতা ব্যতীত প্রতিটি বক্তৃতার পর বহিরাগত বিদেশী প্রতিনিধিগণও সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। উক্ত ভাষণগুলিও অত্যন্ত ঈমানবর্ধক ছিল।

প্রত্যেকবারের মত এবারও বিদেশীদের জন্য প্রতিটি বক্তৃতা ইংরাজী ও ইণ্ডোনেশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করিয়া হেডফোন যোগে শোনাইবার সুবন্দোবস্ত ছিল।

জলসার প্রতিটি দিনে জোহর ও আসরের নামাজ হুজুর (আইঃ) জলসাগাহে আসিয়া পড়ান এবং অন্যান্য ওয়াক্তের নামাজ মসজিদে-মোবারকে পড়ান। জলসার দিনগুলিতে বাজামাত তাহাজ্জুদের নামাযও অনুষ্ঠিত হয় এবং ফজরের নামাজের পর তিনজন বিশিষ্ট আলেম কর্তৃক কুরআন শরীফের বিশেষ দরসও দেওয়া হয়। এছাড়া, ২৬ ও ২৭শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যবর্তী রাত্রে একটি সন্ধ্যাকালীণ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে তিনটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যবর্তী রাত্রে আর একটি সন্ধ্যাকালীন সভায় বিশ্বের প্রায় ষাটটি ভাষায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন বহিরাগত বিদেশী আহমদীগণ। ইঁহাদের মধ্যে বাংলভাষায় এই খাকসার বক্তব্য রাখে। প্রতিটি

বক্তৃতা ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পুস্তিকা 'ঐশী বিকাশ' হইতে একটি উদ্ধৃতির স্ব স্ব ভাষায় তরজমা এবং সেই সঙ্গে স্ব স্ব দেশের জামাতি উন্নতি ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ অধিকাংশ বক্তা বর্ণনা করেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক আহমদীয়া ইন্টার কলেজিয়েট এসোসিয়েশন, আহমদীয়া আর্কিটেক্‌টস ও ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন এবং জামাতী উপ-সংগঠন সমুহের পৃথক পৃথক গুরুত্বপুর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোটকথা, এই বার্ষিক জলসা আহমদীদের রুহানী, তবলিগী ও তরবিয়তী জীবনের এক পুর্ণাঙ্গ ও ভরপুর অনুশীলনের পবিত্র ও মহান প্রতীক ছিল। এমনিধারায় প্রতি বছর সালানা জলসা আহমদীয়াতের ক্রমঅগ্রগতি ও সত্যতার এক জ্বলন্ত, মহান ও অম্লান নিদর্শন স্বরূপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার, যিনি সব জাহানের রাব্ব্‌।

—**আহমদ সাদেক মাহমুদ**

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ঘোষিত সালানা জলসার মাহাত্ম্য

পুনঃ লিখিতেছি যে. এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলির ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয়, যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমার মর্যাদা বৃদ্ধির উপরে স্থাপিত। ইহার ভিত্তি-প্রস্তর আল্লাহতায়ালা নিজ হস্তে রাখিয়াছেন এবং ইহার জন্য জাতি সমূহকে প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহারা অচিরেই আসিয়া ইহাতে যোগদান করিবে। কেননা ইহা সেই সর্বশক্তিমানের কার্য্য, যাঁহার সম্মুখে কোন কিছুই অসম্ভব নহে।

অবশেষে আমি দোওয়া করি, আল্লাহতায়ালা এই লিল্লাহী (অর্থাৎ আল্লাহর প্রীতিলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতব্য) জলসায় যোগদানের জন্য সফর অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথী হউন, তাহাদিগকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন, তাহাদের বাধা-বিঘ্ন, দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগপুর্ণ অবস্থা তাহাদের জন্য সহজ করিয়া দিন, সকল দুঃশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করুন, তাহাদিগকে প্রত্যেক বিপদ ও কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি দান করুন, তাহাদের সকল শুভ কামনা বাস্তবায়নের পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করুন ও পরকালে আপনার সেই বান্দাদিগের সহিত তাহাদিগকে উত্থিত করুন, যাহাদের উপর তাঁহার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ রহিয়াছে এবং সফরান্ত অবধি তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হউন।

হে খোদা! হে মর্যাদা ও বদান্যতার অধিকারী! করুণাকর ও বাধা-বিপত্তি নিরসনকারী! এ দোয়া সকল কবুল কর, এবং আমাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদিগের উপর উজ্জল নিদর্শনাবলী সহকারে বিজয় ও প্রাধান্য দান কর, প্রত্যেক প্রকার শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী তুমিই। আমীন পুনঃ আমীন।"

(এস্তেহার ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯২ ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

জামাত আহমদীয়ার ৯১তম সালানা জলসায় প্রদত্ত

উদ্বোধনী ভাষণ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

আজ এই জগৎ ঘৃণা ও বিদ্বেষের শিকারে পরিণত ; ভয়াবহ পরিস্থিতি ও বিপদাবলির সম্মুখীন।

আমাদের প্রতি ঘৃণা পোষণকারীদিগকে সুসংবাদ দিতেছি যে আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদের ভাগ্যে সদাসর্বদা শান্তি, প্রীতি ও ভালবাসা বিরাজ করিবে।

আল্লহ্‌র দিকে দাওয়াত ও আহ্বান হইতে কোন কিছুতেই আমরা ক্ষান্ত হইতে পারি না।

আমাদের নিজেদের ব্যাপারে কোন ভয়, দুঃখ ও দুশ্চিন্তা নাই ; আমাদের ভয়-ভীতি মানবজাতির জন্য, বিশেষতঃ মুসলিম জাহানের জন্য।

প্রতিটি মুসলিম দেশের নিরাপত্তা ও সুখ-শান্তির জন্য বিশেষভাবে দোওয়া করুন।

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আঃই) সুরা বুরুজের ৯—১৭ নং আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন। উক্ত আয়াত সমূহের তরজমা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

"এবং ইহারা তাহাদের প্রতি শুধু এজন্য শত্রুতা পোষণ করিল যে তাহারা পরাক্রমশালী ও প্রশংসাময় আল্লাহর উপর কেন ঈমান আনে।

সেই আল্লাহ, আকাশমালা ও পৃথিবীর রাজত্ব যাঁহার অধিকারভুক্ত এবং (ইহারা চিন্তা করিয়া দেখে না যে) আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের (হাল-হকিকত) সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

ঐ সকল লোক যাহারা মুমেন পুরুষ ও মুমেন নারীদিগকে ক্লেশ ও যাতনায় ব্যপৃত করিয়াছে, তারপর (নিজেদের এই ক্রিয়াকলাপ হইতে) তওবাও করে নাই, (অনুতপ্ত ও বিরত হয় নাই,) তাহাদিগকে নিশ্চয় দোযখের শাস্তি দেওয়া হইবে।

পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং (সেই সঙ্গে তদনুযায়ী কাল-পাত্র ভেদে) সমীচীন সৎকর্মও সম্পাদন করিয়াছে, তাহাদের জন্য বাগান সমুহ নির্ধারিত আছে যেগুলির তলদেশ দিয়া নদী-নালা প্রবাহিত হইবে, (এবং) ইহা বিরাট সাফল্য।

নিশ্চয় তোমার রব্বের পাকড়াও কঠোর ও কঠিন হইয়া থাকে।

কেননা তিনি-ই (ইহকালীন শাস্তির) সূত্রপাত করেন এবং (যদি কোন জাতি বিরত না

হয় তাহা হইলে) বারংবার শাস্তি দিয়া থাকেন।

এবং (সেই সঙ্গে) তিনি অতীব ক্ষমাশীল (এবং) স্নেহময়ও বটেন।

(তিনি) আরশের মালিক (এবং) অত্যুচ্চ মর্যাদাশীল।

যে বিষয়ের এরাদা করেন তাহা অবশ্যই সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন।

(সুরা বুরুজ, ৯—১৭ নং আয়াত)

অতঃপর হুজুর বলেন :

যে যুগটির মধ্য দিয়া আমরা অতিক্রম করিতেছি, এ যুগের মানুষ কোন কোন দিক হইতে বড়ই হতভাগ্য, আবার কোন কোন দিক দিয়া সৌভাগ্যশালীও বটে। সৌভাগ্যশালী তো এই হিসাবে যে, ইহা হইল সেই যুগ, যখন সেই 'দায়ী ইলাল্লাহ' (—আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আগমন করিয়াছেন, যাঁহার আগমন সংবাদ দিয়াছিলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তিনি আসিয়াছেন এই যুগের মানুষকে ধ্বংসলীলার কবল হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে। তিনি আসিয়াছেন ঐ সকল মানুষকে—যাহারা তাহাদের রব্বের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া দূরে সরিয়া যাইতেছিল—তাহাদিগকে তাহাদের রব্বের দিকে ফিরিয়া আসার আহ্বান জানাইবার উদ্দেশ্যে। এই হিসাবে আমরা যখন এ যুগের পর্যবেক্ষণ করি যে একজন 'মুনাদী-ইলাল্লাহ' (—আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন নিঃসন্দেহে এ যুগটি বড়ই সৌভাগ্যপূর্ণ যুগ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আর এক দিক হইতে যখন আমরা ইহা পর্যবেক্ষণ করি, তখন বড়ই দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক অবস্থাবলী সামনে উপস্থিত হয়। অদ্যাবধি খুব অল্প সংখ্যক লোকই আল্লাহতায়ালার প্রেরিত সংস্কারক (মোসলেহ), দায়ী ইলাল্লাহ এবং ত্রাণকর্তাকে চিনিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহাকে গ্রহণ করার তওফিক পাইয়াছেন। আর অবশিষ্ট মানবের—এই অস্বীকারের ফলশ্রুতিতে—যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা এত কষ্টদায়ক এবং দৈনন্দিন এই অস্বীকারের পরিণতিতে সংকট ও বিপদাবলী এতই বাড়িয়া চলিয়াছে যে আদৌ অসম্ভব নয় যে মানুষ নিজেই অপরাপর মানুষের ধ্বংসের আয়োজন করে এবং সমগ্র জগতকে এক বিশ্বযুদ্ধের আওতায় জড়াইয়া দেয়—যে যুদ্ধ অবসানের পর খোদাতায়ালাই ভাল জানেন, অবশিষ্ট মানব তখন কিরূপ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিবে।

আজ এই জগৎ ঘৃণা ও বিদ্বেষের শিকারে পরিণত। উত্তরাঞ্চল ঘৃণা করিতেছে দক্ষিণাঞ্চলকে এবং দক্ষিণাঞ্চল উত্তরাঞ্চলকে। পশ্চিম পূর্বের প্রতি ঘৃণা রাখে এবং পূর্ব পশ্চিমের প্রতি। তারপর অধিকতর ঘৃণায় শতধা বিভক্ত। পাশ্চাত্যের ভাগ-গুলিও ঘৃণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাচ্যের ভাগসমূহও ঘৃণার ভিত্তিতেই রচিত। জাতিতে জাতিতে ও দেশে দেশে পরস্পর ঘৃণা চলিতেছে এবং এরূপ দেশও আছে যেখানে একই দেশের অধিবাসী একে অন্যকে ও অপর দেশের অধিবাসীকে ঘৃণা করিতেছে। এহেন ঘৃণার ফলশ্রুতিতে দুনিয়া শান্তি ও স্বস্তির পথ কখনও লাভ করিতে পারেনা।

প্রকৃত সত্য এই যে, যুদ্ধের অনল বস্তুতঃ প্রথমে মানবহৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়। হৃদয় যখন জ্বলে তখন সেই অগ্নিদাহ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিবার পর অপরাপর মানুষের উপর গিয়া পতিত হয়। কখনও উহা ভূমি হইতে উত্থিত হয়, কখনও আকাশ হইতে বর্ষিত হয়। উহার আঘাত হইতে সমুদ্রও নিরাপদ থাকে না, এবং চরাচর, পর্বতমালা ও খড়-কুটাও না। প্রতিটি স্থানে এই আগুন ছাপাইয়া ও ছড়াইয়া পড়ে--যাহা প্রথাম মানবঅন্তঃকরণে প্রস্তুত হয়। সুতরাং কুরআন করীম যেখানে আখেরী জামানার (—শেষ যুগের) ধ্বংসলীলার নকশা আঁকিয়াছে, সেখানে মানবহৃদয়গুলিকে সেই আগুনের জন্য দায়ী বলিয়া নিরূপিত করিয়াছে, যাহা আখেরী যুগের মানুষকে ধ্বংস করার জন্য স্বয়ং মানুষেই প্রস্তুত করিবে। সুতরাং আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন: تطلع على الافئدة —ইহা এরূপ আগুন, যাহা পুনরায় সেই হৃদয় গুলির উপর ফিরিয়া আসিয়া আপতিত হইবে, যে সকল হৃদয়ে উহার উৎপত্তি ঘটিয়াছিল, যে সকল হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া উহা বিভিন্ন ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছিল। উহা পুনরাবৃত্ত হইয়া ধাবিত হইবে এবং ঐ সকল মানবহৃদয়কে দগ্ধিভূত করিয়া ভস্মে পরিণত করিবে, যে-গুলিতে উহা উৎপন্ন হইয়াছিল।

এই ঘৃণা ও বিদ্বেষের ফলশ্রুতিতে এতই বিপজ্জনক ও ভীতিপ্রদ অবস্থাবলী বিরাজমান যে স্বস্তির যে কয়টি-ই নিঃশ্বাস ফেলার সৌভাগ্য লাভ হয় তাহাই যথেষ্ট এবং মানবজাতি যে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন, দৃশ্যতঃ তাহা হইতে বাঁচিবার কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। শুধু একটিই উপায় ছিল। আর সে উপায়টি ছিল যাহা আমি উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, অর্থাৎ সমাগত 'মুনাদী লিলে-ঈমান' (—ঈমানের জন্য ঘোষণা দানকারী ব্যক্তি)-এর উপর যেন ঈমান আনা হয়; আল্লাহতায়ালা মানবতাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন সেগুলিকে যেন গ্রহণ করা হয়; নিজেদের রব্বের দিকে যেন আমরা ফিরিয়া আসি। ইহা ব্যতীত এখন বাঁচিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত ও আহ্বানকেও বিদ্বেষ প্রকোপিত ও ঘৃণায় জর্জরিত লোকেরা অধিকতর বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণ হিসাবে ধরিয়া লইয়াছে শুধু এজন্য যে কিছু লোক তাহাদের রব্বের দিকে আহবান জানাইতেছে; শুধু এজন্য যে তাহারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহতায়ালা এই যুগে একজন নাজাতদাতা ও ত্রাণকর্তাকে পাঠাইয়াছেন, শুধু এই কারণ বশতই তাহাদিগকে ঘৃণা করা হয়। সুতরাং কুরআন করীম ইহার উল্লেখ করিয়া বর্ণনা করে যে—

وما نقموا منهم الا ان يومنوا بالله العزيز الحميد ٥
الذى له ملك السموت والارض والله على كل شيىء شهيد ٥

অর্থাৎ—অদ্ভুত অবস্থা মানুষের—কতিপয় লোককে তাহারা শুধু এজন্য ঘৃণা করিতেছে যে তাহারা তাহাদের রব্বের উপর কেন ঈমান আনিল! ঘৃণার উদ্রেক ঘটাইতে পারে এমন কোন কিছুই তাহারা করে নাই—তাহারা না তো কাহারো গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছে, না

কাহাকেও অগ্নিদগ্ধ করিয়াছে। তাহারা ছিল শুধু তাঁহার দিকে আহবানকারী। ইহা ছাড়া আর কোন কারণ নাই তাহাদিগকে ঘৃণা করার। কিন্তু মানুষ যখন ঘৃণায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে নাজাতের প্রতি কেহ আহ্বান জানাইলে--উহাও তাহার পক্ষে আর সহণীয় ও গ্রহণযোগ্য হয় না। আল্লাহতায়ালা বলেন : তিনি হইলেন সেই রব্ব্ যাঁহার খাতিরে তাহাদিগকে ঘৃণা করা হইতেছে-- له ملك السموت والارض তিনি তো জমিন-আসমানের মালিক খোদা ; তাঁহার রাজত্ব শুধু আকাশেই নয় বরং পৃথিবীর উপরও বিরাজমান। কাজেই ইহা কিরূপে সম্ভব যে সেই খোদাতায়ালার বান্দাদিগের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিয়া কোন জাতি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। সুতরাং আজ জগৎ ব্যাপী যত সব ঘৃণা বিরাজ করিতেছে উহাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার কোন জামানত নাই। হাঁ, কেবলমাত্র একটি ঘৃণা আছে, যাহার বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জমানত রহিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে কুরআন করীম বর্ণনা করে যে, ঐ সকল লোকের কোনই ক্ষতি হইতে পারিবে না। তাহা হইল সেই ঘৃণা যাহা শুধু আল্লাহর খাতিরে কোন জাতি বরণ করিয়া থাকে। দুনিয়ার কোন শক্তি নাই যে ঐ সকল জাতিকে নির্মুল করিতে পারে, যাহারা আল্লাহতায়ালার রেজামন্দি ও সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে দুনিয়াকে খোদাতায়ালার দিকে আহ্বানকারী হইয়া থাকে। এই সকল লোকের উল্লেখ করিয়াই কুরআন করীম আর এক স্থলে ঘোষণা করে যে—

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

—শুনো ! খোদাতায়ালার বান্দাগণ—যাহারা খোদার অলি হইয়া যায়, যাহারা খোদাতা'লার বন্ধু হইয়া যায়, যাহারা নিজেদের রব্ব্কে ভালবাসে, নিজদের রব্বের মহব্বতের গীত গায়, আল্লাহতায়ালার প্রেমই তাহাদের জীবন হইয়া যায়, لا خوف عليهم—তাহাদের জন্য কোন ভয়-ভীতি নাই ; ولا هم يحزنون —এবং এমন কোন সময় বা মুহূর্ত তাহাদের জীবনে আসিবে না যখন তাহারা দুঃখীত ও বিষন্ন হইতে পারে এবং হায়-হাফসোস বা অনুতাপ করিতে পারে এই বলিয়া যে "আঃ ! আমরা যদি এরূপ না করিয়া ঐরূপ করিতাম।" তাহারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও দুশ্চিন্তা মুক্ত, অতীত সম্পর্কেও তাহাদের কোন দুঃখ ও দুর্ভাবনা নাই এবং তাহাদের বর্তমানও শান্তি পূর্ণ। কেননা জমিন ও আসমানের খোদা তাহাদিগকে নিরাপত্তার জামানত দান করেন। সুতরাং সমগ্র পৃথিবীর সমুদয় ঘৃণার মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্টপূর্ণ ঘৃণা —যাহা জামাতে আহমদীয়াকে প্রতিটি অপর জামাত হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে— উহা হইল সেই ঘৃণা, যাহা আল্লাহর খাতিরে তাহাদের প্রতি পোষণ করা হইতেছে। বিস্ময়কর অবস্থা যে, আমরা আল্লাহতায়ালার খাতিরে এই ঘৃণাকে সহ্য করিতেছি ; আর কতিপয় লোক আল্লাহর খাতিরে এই ঘৃণায় তা দিয়া চলিয়াছে---ইহাকে উত্তপ্ত ও বিস্তৃত করিয়া চলিয়াছে। ফয়সালা খোদাতায়ালার হাতে। তিনিই আহকামুল হাকেমীন (—শ্রেষ্ঠ বিচারক) : তাঁহারই উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু আমি এই ঘৃণাকারীদিগকে আজ সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দিতে চাই যে তোমরা ঘৃণার আগুন যত ইচ্ছা উত্তেজিত কর, তথাপি আমাদের সবর ও ধৈর্য্যকে সেই

আগুন দগ্ধিভূত করিতে পারিবে না। বিদ্বেষ ও শত্রুতার অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত কর, যথাসাধ্য উহাতে ইন্ধন জোগাও এবং উহাকে উত্তপ্ত ও উত্তেজিত কর, কিন্তু আমি তোমাদিগকে সপ্রত্যয়ে নিশ্চয়তা দান করিতেছি যে, আহমদীগণ তোমাদের প্রতি যে মহব্বত ও ভালবাসা রাখে সেই মহব্বত ও ভালবাসার উপর তোমাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ আদৌ কোন আঁচ ও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না, কখনো পারিবে না। মহব্বত জীবিত করিবার জন্য হইয়া থাকে, জীবিত রাখিবার উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। আজ পর্যন্ত ঘৃণা কখনও প্রেমের উপর প্রবল হয় নাই, আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। সেজন্য আমি আমার ঘৃণাকারীদিগকে সুসংবাদ দিতেছি, আমাদের প্রতি ঘৃণা পোষণকারীদিগকে সুসংবাদ দিতেছি যে. আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদের ভাগ্যে সদাসর্বদা শান্তি বিরাজ করিবে। তোমাদের দুঃখ-যাতনা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিরা অন্তিম মুহূর্তে ও শেষ নিশ্বাস গুলিতেও তোমাদিগকে দোওয়া দিতে দিতে ইহ-লীলা ত্যাগ করিবে। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ঐ সকল দোওয়া-ই তোমাদের তকদীর ও ভাগ্য-লিপির পরিবর্তন ঘটাইবার এবং তোমাদিগকে ধ্বংস-যজ্ঞের কবল হইতে বঁচাইবার কারণ হইবে।

ইহা কিরূপে সম্ভব যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামগণ ঘৃণাকে ভয় করিবে এবং ভীত হইয়া পড়িবে? যখন কি-না মুসা (আঃ)-এর গোলামগণ তদ্রূপ করেন নাই!! মুসা (আঃ)-এর গোলামদিগকে অর্থাৎ সেই যাদুকরদিগকে—যাহারা হযরত মুসা (আঃ)-এর মো'জেযা দেখিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল—তাহাদিগকে ফেরাউন যখন হুমকি দিল যে, "আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া ফেলিব এবং তোমাদিগকে চরম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিব। তোমরা কে? তোমাদের অস্তিত্বই বা কি? তোমাদের এত বড় স্পর্ধা যে আমার অনুমতি ব্যাতিরেকে এই ব্যক্তির উপর ঈমান আনিয়াছ, যখন কি-না এই দেশের শাসনদণ্ড আমার হস্তে রহিয়াছে?! যখন কি-না আমি বাদশাহ, এবং আমি ব্যতীত অন্য কোন বাদশাহ্ নাই। সকল শক্তি আমার মুষ্ঠির মধ্যে আবদ্ধ। তোমরা কে এবং তোমাদের অস্তিত্বই বা কি যে আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এই মুসার উপর—যাহার উপর খুবই সল্প সংখ্যক লোক ঈমান আনিয়াছে---তোমরা ঈমান আনিতে পার?" তাহাদের উত্তর কত আদরনীয়, কত মহান, কি অমর ও কিরূপ অনন্ত জীবন সম্পন্ন উত্তর ছিল!! সে উত্তরটি ছিল এই যে— لا ضير انا الى ربنا منقلبون "হঁা, যাহা ইচ্ছা কর। আমাদের কোন ক্ষতি নাই। আমাদের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। কেননা আমরা তো আমাদের রব্বের কাছে ফিরিয়া যাইব—নিম্নতন অবস্থা হইতে উর্ধতন অবস্থায় উন্নীত হইব, খারাপ অবস্থা হইতে উত্তম অবস্থার দিকে স্থানান্তরিত হইবে। যে রব্বের উদ্দেশ্যে আমরা প্রাণ বিসর্জন করিব, সেই রব্বের হুজুরে আমাদের হাজির হইতে হইবে। সেজন্য আমাদিগকে তুমি কোন্ কথায়

ভয় দেখাও ?" যদি মুসার কওম সমসাময়িক স্বৈরাচারী বাদশাহকে এই জওয়াব দিয়াছিল, তাহা হইলে আজ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামদেরও ইহাই জওয়াব, হাঁ, ইহাই জওয়াব, হাঁ, ইহাই জওয়াব !!!

খোদাতায়ালার কসম ! যদি আমাদের দেহকে টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হয়, আর সেগুলিকে কাক ও চিলদের খাওয়াইয়া দেওয়া হয়, আমাদিগকে যদি অগ্নিদগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত করা হয় এবং সেই ভস্ম সমুদ্র এবং জলাশয়ে ভাসাইয়া দেওয়া হয় ; তথাপি আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অণু পরমাণু ও রন্ধ্র রন্ধ্র হইতে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের মহব্বতের ধ্বনি-ই উত্থিত হইবে। ইহা কিরূপে সম্ভব যে আমরা আমাদের রব্বের দিকে আহ্বান করা ভুলিয়া যাইবে ? ইহা কিরূপে সম্ভব যে আমরা আমাদের রব্বের দিকে ডাকা ছাড়িয়া দিব ?! ইহা তো সম্ভবপর নয়। ইহা তো আমাদের ক্ষমতা বহির্ভূত ও সাধ্যাতীত ব্যাপার । এই কষ্ট আমাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে না । কেননা এই শিক্ষা আমাদের নাই। ইহা আমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ ও প্রকৃতির পরিপন্থি। আল্লাহর খাতিরে, আল্লাহতায়ালার দিকে আহবানকারীগণ দুনিয়ার হুমকি হইতে পুর্বেও কখনও ভীত হন নাই, ভবিষ্যতেও কখনও ভীত হইবেন না।

দেখুন, আমাদের আকা ও মৌলা, আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চিরকালের জন্য নিজে এই পথ অতিক্রম করিয়া সুনির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। খোদাতায়ালার দিকে আহ্বান করিতে তিনি কখনও নিবৃত্ত হন নাই। অতিশয় দুঃখ যাতনা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে, চরম আঘাত তাঁহার প্রতি হানা হইয়াছে। যিনি ছিলেন 'সরওয়ারে দু-আলম' —'দুই জাহানের সর্বাধিরাজ' যাঁহার—খাতিরেই মহাবিশ্ব ও নিখিল জগতের সবকিছু সৃষ্টি করা হইয়াছে—তিনি এমতাবস্থায় মক্কার গলিগুলির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেন যে, তাঁহার মাথায় ধুলা-বালি ও ছাই-ভস্ম নিক্ষেপ করা হইত। কত দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হইয়াছে আমাদের আকা ও মওলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ! এত কঠিন ও কঠোর যন্ত্রণা ও যাতনা দেওয়া হইয়াছে তাঁহার গোলাম ও অনুবর্তীদিগকে যে উহা কল্পনা করিলেও আজ শরীর শিহরিয়া উঠে। বিশ্বাস হয় না যে, মানুষের সাহস ও হিম্মত এত উচ্চ ও মহান হইতে পারে !! এ সবকিছু তিনি (এবং তাঁহার গোলামগণ) খোদাতায়ালার খাতিরে সহ্য করিয়া যাইতে থাকেন। কিন্তু এই সবকিছু সত্বেও আমাদের আকা ও মওলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' হইতে বিরত হন নাই। সেই ঘটনাটি স্মরণ করুন, যখন আবু তালেব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে একদিন বলিলেন, 'হে মোহাম্মদ ! তোমার কওম তো এখন ধৈর্যচ্যুত ও বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক দুঃখ দিয়াছ তুমি জাতিকে এই দাওয়াতের দ্বারা। তাহাদের ধৈর্যের পেয়ালা উপচাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কওমের লোকেরা চায়, তোমাকে বুঝাইয়া-সুজাইয়া যে কোন উপায়ে—যাহা পছন্দ হয় তাহা তুমি গ্রহণ কর কিন্তু—তোমাকে

যেন বিরত রাখা হয় এই দাওয়াত হইতে। তারপর মক্কার অবিশ্বাসীদের পক্ষ হইতে কতিপয় প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় যে এই এই জিনিস তাহারা তোমার সমীপে পেশ করিতেছে, তুমি এইগুলি গ্রহণ করিয়া লও। যদি তুমি বাদশাহাত ও রাজত্ব কামনা কর, তাহা হইলে সারা আরবের রাজদত্ত তোমার হস্তে অর্পন করা হইবে। যদি তোমার ধন-দৌলতের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সমগ্র আরবের ধন-দৌলত একত্র করিয়া তোমার চরণে আনিয়া রাখিয়া দেওয়া হইবে। যদি তুমি সুন্দরী নারীদের আকাঙ্খা রাখ তাহা হইলে সমস্ত আরবব্যাপী পরমা সুন্দরীদিগকে তোমার হেরামে আনিয়া দেওয়া হইবে। শুধু একটি-ই শর্ত এই যে, 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' হইতে তুমি নিবৃত্ত হও।" জানেন কি? আমাদের আকা ও মওলা 'সবওয়ারে হু আলম' হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কি উত্তর দিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, "হে চাচা! মনে হইতেছে আপনি ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আপনার এর অধিক আমার সঙ্গ দানের শক্তি ও ক্ষমতা আর নাই। কিন্তু আমি একটি ভুল বুঝাবোঝি দুর করিয়া দিতেছি। যদি আপনার এই ধারণা হইয়া থাকে যে আপনার নিরাপত্তাদানের কারণে আমি 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্'র কাজ করিয়া যাইতেছি, আপনার যদি এই ধারণা হইয়া থাকে যে আপনার মুখ দেখিয়া বা মর্যদার খাতিরে আরবরা আমার উপর হাত দিতে নিবৃত্ত রহিয়াছে, তাহা হইলে আজই আপনি আপনার হেফাজতনামা প্রত্যাহার করিয়া লউন। লেশমাত্রও এই হেফাজতের আমার প্রয়োজন নাই, আমার দৃষ্টিতে ইহার কানাকড়ির মুল্য নাই। আমি খোদাতায়ালার, এবং খোদাতায়ালার হেফাজতেই থাকিব।" তারপর তিনি বলিলেন, এই সমস্ত কি প্রলোভন তাহারা দিতে চায়? খোদার কসম! যদি সূর্যকে আমার দক্ষিণ হস্তে আনিয়া রাখিয়া দেয় এবং চন্দ্রকে আমার বাম হস্তে আনিয়া রাখে, তথাপি আমি খোদাতায়ালার দিকে আহ্‌হান করিতে বিরত থাকিব না।"

সুতরাং আমাদের স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে এই আদর্শ ও এই শিক্ষাই বদ্ধমূল রহিয়াছে। ইহারই মৃত্তিকায় গড়া মানুষ আমরা। কিরূপে ইহা সম্ভব যে ঐ যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনকে ভয় করিয়া আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাহার গোলামগণ পাশ্চাদ পদ হন নাই এবং অন্তিম মুহূর্ত ও শেষ নিঃশ্বাস অবধি নিজদের রব্বের দিকে আহ্‌বান জানাইতে থাকেন, আর আমরা বে-ওফায়ী করিব? বিশ্বাস ভঙ্গ করিব আমাদের সেই মহান প্রভুর প্রতি এবং আমরা এই কার্য হইতে পিছন হটিয়া যাইব?! ইহা কখনও সম্ভব নয়। আমরা যে পুনরায় নতুনভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছি, আমরা যে আজ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম রুহানী সন্তান হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি এবং তাহার দাবীর উপর ঈমান আনিয়াছি; আমরা যে তাঁহার হাতের উপর ঐ সমুদয় নেক অঙ্গীকারে পুনরায় নতুনভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি যে সকল অঙ্গীকার ইহার পুর্বে হুজুর আকরাম (সাঃ)-এর হাতের

উপর করা হইয়াছিল—আমরা কিরূপেই বা নিরস্ত হইতে পারি? কিরূপেই বা আমরা ক্ষান্ত হইতে পারি? দেখুন, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কত মহব্বত ও কিরূপ প্রীতি সহকারে তাঁহার খোদার দিকে আহ্‌বান জানাইয়াছেন! ইহাই আমাদের দাওয়াত ও আহ্‌বান। আমরাও সেই খোদাতায়ালার দিকে অনুরূপ মহব্বত ও প্রীতির সহিত আহ্‌বানকারী। আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদের কোন ভয়-ভীতি নাই। আমরা কখনও ঘৃণার শিক্ষা দেই না —না পুর্বে কখনও দিয়াছি, আর না ভবিষ্যতে কখনও দিব। আমাদের দাবী তো শুধু এইটুকু, যাহা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ভাবায় নিম্নরূপ :---

"আমাদের খোদাই আমামের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি এবং তাঁহাকে সকল সৌন্দর্যের অধিকারী পাইয়াছি। এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য, যদিও ইহা লাভ করিতে প্রাণ দিতে হয়। এই মনি ক্রয় করিতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ ব্যয় করিতে হয়, তবুও ইহা ক্রয় করা উচিত।

হে (খোদা লাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! তোমরা এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, ইহা তোমাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিবে। ইহা জীবনের উৎস, ইহাতোমাদিগকে জীবিত করিবে। আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতি-গোচর করিবার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়া আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করিব, 'এই তোমাদের খোদা' এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করিব, যাহাতে শ্রবণের জন্য তাহাদিগের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?"

আবার হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আমাদিগকে এই শিক্ষা দান করিয়াছেন যে, যাও এবং দুনিয়াকে এই ভাষায় নিজেদের রব্বের প্রতি আহ্‌বান জানাও :—

"আমাদের খোদা অগণিত আশ্চার্য শক্তির অধিকারী! কিন্তু মাত্র সেই ব্যক্তিই তাঁহার আশ্চার্য লীলা দর্শন করিতে পারে, যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাঁহার শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁহার একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সেবক নহে, তাহাকে তিনি তাঁহার আশ্চার্য লীলা সমুহ প্রদর্শন করেন না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে আজ পর্যন্তও জানেনা যে, তাহার এরূপ এক খোদা আছেন, যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" আরও তিনি বলেন :

"সাদেক অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদীগণ তো পরীক্ষা ও সঙ্কটের সময়ে সাবেত-কদম (দৃঢ়পদ) থাকেন এবং জানেন যে, পরিশেষে খোদাতায়ালা তাঁহাদের সহায়ক হইবেন। এবং এই অধম যদিও এরূপ কামেল অনুসারী বন্ধুদের অস্তিত্বে ও বিদ্যমানতায় খোদাতায়ালার শোকর আদায় করে, কিন্তু ইহা সত্বেও এই ঈমানও আছে যে যদিও একটি ব্যক্তিও সঙ্গে না থাকে এবং সকলেই সঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া নিজ নিজ পথে চলিয়া যায়, তথাপি আমার কোনই ভয় নাই। আমি জানি যে, খোদাতায়ালা আমার সঙ্গে আছেন। যদিও আমি পিষ্ট ও নিষ্পেষিত এবং একটি অণু অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর হইয়া পড়ি এবং চতুর্দিক হইতে নির্যাতন এবং

গাল-গালাজ এবং লা'নত ও অভিসম্পাত প্রত্যক্ষ করি, তথাপি আমিই পরিশেষে সফলকাম ও বিজয়ী হইব। আমাকে কেহ জানেনা কিন্তু যিনি আমার সাথে আছেন তিনি আমাকে জানেন। আমি কখনও বিনষ্ট হইতে পারি না। শত্রুর প্রচেষ্টা নিষ্ফল, এবং বিদ্বেষপরায়ণ ও হিংসুকদের পরিকল্পনা ও দুরভিসন্ধি বৃথা। হে অজ্ঞ ও অন্ধগণ! আমার পুর্বে কোন্ সত্যবাদী বিনষ্ট হইয়াছে যে আমিও বিনষ্ট হইব?! কোন্ সত্যকার ওফাদার ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে খোদাতায়ালা লাঞ্ছনার সহিত বিনাশ করিয়াছেন যে আমাকেও বিনাশ করিবেন?! নিশ্চিত স্মরণ রাখিও এবং কান খুলিয়া শুনো যে আমার আত্মা বিনাশ হইবার নয়, এবং আমার প্রকৃতি ও স্বভাবে অকৃতকার্যতার আমেজ নাই। আমাকে সেই সাহসিকতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা দান করা হইয়াছে, যাহার সর্ম্মুখে পাহাড় তুচ্ছ। আমি কাহারো পরোয়া রাখি না।"

তিনি বলেনঃ "আমি একা ছিলাম এবং একা থাকায় নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলাম না। খোদাতায়ালা কি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন? কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি কি আমাকে বিনষ্ট করিবেন? কখনও বিনষ্ট করিবেন না। শত্রু লাঞ্ছিত হইবে এবং হিংসুকগণ লজ্জিত হইবে। এবং খোদাতায়ালা স্বীয় বান্দাকে প্রত্যেক ময়দানে বিজয়ে ভূষিত করিবেন। আমি তাঁহার সহিত, তিনি আমার সহিত আছেন। কোন জিনিস আমাদের সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে না। আমি তাঁহার ইজ্জত ও জালালের শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে ইহা অপেক্ষা আর কোন কিছুই প্রিয়তর নয় যে তাঁহার দ্বীনের মহিমা ও গৌরব প্রকাশিত হউক, তাঁহার জালাল ও প্রতাপ উদ্ভাসিত হউক ও তাঁহার ধ্বনি নিনাদিত ও গৌরবান্বিত হউক—তাঁহার বাণীর জয়জকার হউক। কোন পরীক্ষা ও সংকটকে তাঁহার ফজল ও অনুগ্রহ ক্রমে আমি ভয় করি না, যদিও একটি নয় বরং কোটি কোটি পরীক্ষা হউক না কেন। পরীক্ষা ও বিপদাবলীর ময়দানে এবং দুঃখ-কষ্টের অরণ্যে আমাকে শক্তি দান করা হইয়াছে। "মান আঁনাসতাম কেহ্ রোজে জং বীনি পুশতে মান। আঁমানাম কেহ্ দরমিয়ানে খাক ও খুঁ বীনি সারে॥"

যতদূর জামাত আহমদীয়ার ব্যাপার, আমরা সদাসর্বদা ও চিরকালই শান্তি ও প্রীতির পথেই চলিব। দুনিয়াকে আমরা আদৌ ভয় করি না। কেননা খোদার বান্দাগণ, যাহারা খোদার অলি ও বন্ধু হইয়া যায়—তাহাদিগকে দুনিয়ার ভয়-ভীতি হইতে মুক্ত করা হয়। আমরা হইলাম সেই স্বাধীন জাতি, যাহাদের স্বাধীনতা—অর্থাৎ গয়র-আল্লাহর ভয় মুক্ত স্বাধীনতা—কখনও কেহ নস্যাৎ করিতে পারে না। আমরা আল্লাহতায়ালার ও আল্লাহ-তেই আত্মসমর্পিত এবং আল্লাহ্রই হইয়া থাকিব, ইহকালেও এবং পরকালেও। সেজন্য আমাদের চাইতে উত্তম, আমাদের চাইতে নিশ্চিত শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ জীবন আর কাহারও ভাগ্যে জুটিতে পারে না।

আমাদের নিজদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোন ভয় বা আতঙ্ক নাই। তবে মানবজাতির জন্য অবশ্য আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত। মানবজাতির জন্য আমরা আতঙ্কিত উৎকণ্ঠিত ও দুঃখ-

ভারাক্রান্ত। তাহাদের জন্য দোওয়া করিয়া থাকি। সুতরাং আজ আমরা সকলে মিলিত হইয়া যে দোওয়া করিব, উহাতে মানবজাতিকে ধ্বংস-যজ্ঞ হইতে বাঁচাইবার জন্য বিশেষ ভাবে দোওয়া করিবেন। এবং এর চাইতেও অধিক গুরুত্ব সহকারে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উম্মতের জন্য দোওয়া করুন। অতিশয় দুঃখ-কষ্টের শিকার হইয়া পড়িয়াছে এই উম্মাহ্। এরূপ একটি দেশও তো নাই, যেখানে মুসলমানদের অবস্থা বিকল ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে নাই। বিভিন্ন প্রকার বিপৎপাত হইয়া চলিয়াছে এবং বহু ধরণের বিপদ মুখ বিস্ফারিত করিয়া তাকাইয়া আছে; নিজ নিজ সময়ের অপেক্ষায় আছে। পূর্ব হইতে পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপী সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে অশান্তি ও অনিরাপত্তাবোধ বিরাজ করিতেছে। ব্যকুলতা ও উৎকণ্ঠা রহিয়াছে। আজ কতিপয় মুসলমান ভ্রাতা কতিপয় মুসলমান ভ্রাতাদের সহিত লড়াই করিতেছে। আজ কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্র কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। একই না'রা ধ্বনি উত্থাপনকারীগণ, একই দেশের অধিবাসীগণ, একে অন্যকে হত্যা করিতেছে এবং খোদা ও মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ আঃ) এর নামের উপর এই সবকিছু করা হইতেছে। লেবাননের অবস্থা আপনারা জানেন। কত বেদনাদায়ক সেখানকার পরিস্থিতি! মুসলমাদের স্বাধীনতার পতাকাদারীগণ কিরূপে একে অন্যের রক্তপাত করিয়াছে। এবং এরজন্য কোন অনুতাপ নাই, কোন লজ্জাবোধ নাই। একই অবস্থা সারা পৃথিবী জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। ইরান ইরাকের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। বিজাতিদের নিকট হইতে অস্ত্র ভিক্ষা করিয়া ও ক্রয় করিয়া আনিয়া উহা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতেছে এবং তাহাদের সারা জীবনের উপার্জন এবং তাহাদের সহায়-সম্পত্তি ও সম্পদ অগ্নিস্যাৎ করা হইতেছে। তাহাদের রক্ত দিয়া হোলি খেলা হইতেছে। কত বেদনাদায়ক ও মর্মন্তুদ অবস্থাবলী!! এ সবই হইল ঐ সকল অবস্থা—যেগুলি আমাদের জন্য দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ।

আজ কতিপয় লোকের দৃষ্টিতে পৃথিবী ব্যাপী বিপদ শুধু আহমদীয়াতের দিক হইতেই পরিলক্ষিত হয়, যাহাদের পক্ষ হইতে আদৌ কোন বিপদ বা আশঙ্কা নাই। জগতে যাহারা বস্তুতঃ সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক ও জামানত স্বরূপ, কতিপয় লোক তাহাদিগকেই বিপদ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন এবং চতুর্দিকে বিস্তৃত এই সমুদয় বিপদ হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। কাজেই দোওয়া করুন ঐ সকল চক্ষুর জন্য, আল্লাহ যেন ইহাদের দৃষ্টি-শক্তি নসিব করেন। দোওয়া করুন ঐ সকল মানবহৃদয় ও অন্তঃকরণের জন্য, যেগুলি রুদ্ধ ও তমা-সাচ্ছন্ন এবং অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে বাস্তব সত্যকে প্রত্যক্ষ ও অনুধাবন করিতে। তাহাদের চোখের সামনে চরম ভয়াবহ ও বিপদাত্মক ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন চিন্তা ও চৈতন্যের উদয় হয় না। এক দিকে কমুউনিজম মুসলমান দেশগুলিকেও কুক্ষিগত করিয়া করিয়া চলিয়াছে এবং অন্যদিকে তাহাদের মানস ও অন্তরেও বদ্ধমুল হইয়া চলিতেছে। আবার বস্তুবাদিতা আর এক প্রকারের বিষ তাহাদের মধ্যে সঞ্চার করিয়া চলিয়াছে এবং এ

উভয় প্রকার ধ্বংসলীলা প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে খোদাতায়ালা হইতে (তথা প্রকৃত ধর্ম ও রুহানীয়ত হইতে) দূরে লইয়া যাইতেছে। এসবই হইল প্রকৃত ও বাস্তব বিপদাবলী, যেগুলি আজ বিপুল সংখ্যায় এবং ব্যাপকরূপে মুসলমানদের সামনে সমোপস্থিত এবং চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়িয়া চলিয়াছে। এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদের চক্ষু এইগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে অস্বীকার করে। এক ও অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার বান্দাগণ, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামগণ নস্তিকতার শিকার হইয়া অথবা বস্তুবাদিতার হলাহলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক—ইহাতে তাহাদের কিছুই যায় আসে না। তাহারা আহ্‌মদীয়াত ব্যতীত আর অন্য কোন বিপদই দেখিতে পাইতেছেন না। তাহাদের জন্য দোওয়া করা আমাদের কর্তব্য। আমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহাতে আমরা কথা ও কাজের দ্বারা এবং দোওয়ার দ্বারাও জগতকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করি। সুতরাং এই দোওয়াতে বিশেষভাবে মুসলমান ভ্রাতাদিগকে স্মরণ রাখিবেন। পেলেষ্টাইনের জন্যও দোওয়া করুন এবং লেবাননের জন্যও দোওয়া করুন এবং লেবাননের জন্যও দোওয়া করুন, সাউদী আরবের জন্যও দোওয়া করুন এবং ইয়েমেনের জন্যও দোওয়া করন। দোওয়া করুন ইরাকের জন্য এবং ইরানের জন্যও, আফগানিস্তানের জন্যও এবং পাকিস্তানের জন্যও। প্রতিটি মুসলমান দেশের অবস্থা নিজেদের জেহেন ও অন্তরে উপস্থিত করিয়া দরদ ও ব্যাকুলতার সহিত তাহাদের নিরাপত্তার জন্য দোওয়া করুন। এই সম্মানিত উম্মাহ আজ অত্যন্ত মজলুম এবং এতই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত যে কোন কোন সময় রাত্রিকালে ব্যকুল হইয়া আমি খোদাতায়ালার হুজুরে গিরিয়া-যারি ও কান্নাকাটি করি, 'হে আমার মওলা! ইহাদিগকে বাঁচাইয়া লও; ইহারা আমাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করিলে করুক, তথাপি তাহাদের প্রতি আমাদের মহব্বতের উপর কোন আঁচ আসিবে না। আমরা তো ইহাদের দুঃখ-কষ্ট দেখিতে রাজী নই!" এই সকল দোওয়ায় আপনারা আমর শরীক হউন। আজও শরীক হউন। কালও শরীক হউন। ভোর বেলায়ও শরীক হউন এবং রাত্রিকালেও শরীক হউক। আরব জাহানের দুঃখ তো আমাদের জন্য বিশেষ কষ্টের কারণ। মোহসেনে-আ'জম (শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী রসুল সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইঁহাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—যিনি চিরকালের জন্য সকল যুগের উপর এহ্‌সান ও কল্যাণ করিয়াছেন। আমরা এই এহ্‌সান ও কল্যাণ কি করিয়া বিস্মৃত হইতে পারি?! আজ আমরা যে রুহানীয়তের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছি, আজ আমরা যে খোদাতায়ালার সহিত পরিচিত হইয়াছি, তাহা এজন্যই যে আরবজতির মধ্যে আমাদের সেই প্রভু ও মহাহিতৈষী রসুল (সাঃ) পয়দা হইয়াছিলেন যাঁহার ফলশ্রুতিতে আজ আমরা খোদাতায়ালার সহিত পরিচিত ও সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারিয়াছি। এই এহ্‌সানকে আমরা কিরূপে ভুলিতে পারি?! আমাদের গভীর ভালবাসা রহিয়াছে এই জাতির প্রতি। তাহাদের দুঃখে আমরা দুঃখিত। বরং ইহাও সম্ভব যে তাহাদের দুঃখ তাহাদের চাইতেও আমাদের জন্য অধিকতর দুঃখবহ। তাহাদের দুঃখ তো বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহারা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ ও দুঃখ-কষ্টের শিকারে পরিণত হওয়ায় কেহ কেহ আরবদের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিতেছেন এবং কহ কেহ আরবদের দুঃখে আনন্দ

অনুভব করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের সকলের খণ্ড খণ্ড দুঃখ আমাদের হৃদয়ে একত্রিত ও পুঞ্জীভূত হইয়া আমাদের জন্য একক দুঃখে পরিণত হইয়াছে। সেজন্য খুব বেশী দোওয়া করুন। যতদূর আমাদের নিজস্ব ব্যাপার—আমাদের কোন ভয় নাই। আমাদিগকে খোদা তায়ালা নিরাপত্তার জামানত দান করিয়াছেন। কুরআন করীম আমাদিগকে বার বার স্মরণ করায়— الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

(—শোন, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের জন্য কোন ভয়-ভীতি এবং ক্ষোভ ও দুঃখ নাই)। সুতরাং আমাদের দুঃখ অপরাপরদের জন্য, আমাদের ভয় অন্যদের জন্য, আমাদের শোক ও ব্যথা অপরের জন্য। সুতরাং অনেক অনেক দোওয়া করুন, এবং এই জলসার দিন-গুলিতে যিকরে-ইলাহীর উপর বেশী জোর দিন—সকাল-সন্ধ্যা, উঠিতে-বসিত, পথে-বাজারে চলিতে-ফিরিতে, ঘরে-বাহিরে—সদা নিজদের রসনাকে সিক্ত রাখুন যিকরে-ইলাহীর দ্বারা এবং দুরুদ শরীফের দ্বারা। এত অধিক পরিমাণে যিকরে-এলাহী করুন এবং দরুদ প্রেরণ করুন যেন আল্লাহতায়ালা নিজ রহমতে উহা কবুল করেন এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের উপর রহমতের বারিধারা বর্ষিত হইতে আরম্ভ করে।

অতঃপর হুজুর (আইঃ) "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ্‌" বলিয়া তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত করেন এবং উপস্থিত সকলকে লইয়া বিগলিত অন্তরে দোওয়া করেন।

অনুবাদঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

জরুরী ভুল সংশোধনী

অত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'উদ্বোধনী ভাষণ' এর চেষ্টা সত্বেও নিম্নরূপ ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। সেজন্য আমরা দুঃখিত। ভুল-সংশোধনী নিম্নে দেওয়া গেলঃ

* ১১ পৃষ্ঠায় ২৮ পঙক্তিতে 'তারপর' শব্দের পরে নিম্নরূপ বাক্যাংশটি বাদ পড়িয়াছে—"নিজ গণ্ডির মধ্যে ইহারা"।

পৃঃ	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১৮	অদ্যবধি	অদ্যাবধি
১২	৭	প্রথাম	প্রথমে
১২	১৮	লিলে-ঈমান	লিল-ঈমান
১৩	২	মুহ্যমান	উন্মত্ত
১৬	২০	আহ্‌হান	আহ্বান
১৮	১২	শক্র	শত্রু
১৯	১৪	পতাকাদারীগণ	পতাকাধারীগণ

সংবাদ

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মতৎপরতা

১। তরবিয়তী ক্লাশ ঃ

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে ঢাকা বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১৫দিন ব্যাপী ১ম বার্ষিক তরবিয়তী ক্লাশ গত ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ৬ই জানুয়ারী '৮৪ ঢাকা দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

প্রায় ৫০জন তিফল ও ২০জন খাদেম এ তরবিয়তী ক্লাশে যোগদান করে দ্বীনি তালিম হাসিল করেন। ভোর রাত ৪-৩০মিঃ বা-জামাত তাহাজ্জুদ থেকে দৈনিক ক্লাশেষ কর্মসূচী শুরু হতো, প্রতিদিন রুটিন মোতাবেক কোরআন শিক্ষা, দ্বীনি মসলা মাসায়েল, বক্তৃতা প্রশিক্ষণ, খেলাধূলা, ব্যায়াম, তরবিয়তী আলোচনা এবং ৫ ওয়াক্ত বাজামাত নামায ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং সদর মুরুব্বী মওলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব ও সদর মোয়াল্লেম জনাব মনোয়ার আলী সাহেব শিক্ষাদানের জন্য সর্বক্ষণ নিয়োজিত ছিলেন, যাযাহুমুল্লাহ। ৬ই জানুয়ারী '৮৪ শুক্রবার বাদ জুমা ক্লাশে অংশ গ্রহণকারী ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা ফলাফলের প্রেক্ষিতে সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলী কাসেম খান চৌধুরী, নায়েব আমীর-১। বিশেষ অতিথি হিসাবে তরবিয়তী ভাষণ দান করেন মোহতরম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব, নায়েব আমীর-২ এবং মোহতারম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব, ন্যাশনাল কায়েদ, পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মোহতরম আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব।

আহাদ পাঠ ও ইজতেমায়ী দোওয়ার পর ক্লাশের সমাপ্তি হয়।

নুরুল নোয়াব মোহাম্মদ সালেক
ঢাকা বিভাগীয় কায়েদ

২। খুলনা

আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহে গত ১৩ই জানুয়ারী থেকে ২২শে জানুয়ারী '৮৪ ১০দিন ব্যাপী খুলনা শহরে খুলনা বিভাগীয় মজলিসের ১ম বার্ষিক তরবিয়তী ক্লাশ সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

এই মহতী দ্বীনি তালিমী ক্লাশে খুলনা বিভাগের ৬টি মজলিস থেকে ১০০জন খোদ্দাম ও আতফাল যোগদান করেন।

১৩ই জানুয়ারী '৮৪ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ঢাকা থেকে নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ-১ জনাব নজমুল হক সাহেব এবং ন্যাশনাল মোতামাদ জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল সাহেব খুলনায় আগমন করেন।

সদর মুরুব্বী মওলানা ফারুক আহমদ সাহেদ সাহেব, মোয়াল্লেম মওলানা হোসেন

আহমদ সাহেব খুলনা বিভাগীয় কায়েদ জনাব আবদুল আজিজ সাহেবসহ কয়েকজন উৎসাহী খাদেম অত্যন্ত পরিশ্রমসহকারে খোদ্দাম ও আতফালদের শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন,। যাযাহুমুল্লাহ।

২২শে জানুয়ারী '৮৪ বাদ মাগরেব সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা থেকে মোহতরম ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব, নাজেম-মাল জনাব আজহারউদ্দিন খন্দকার খুলনায় আগমন করেন। তালিমী ক্লাশে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। ১ম ২য় ৩য় স্থান অধিকারী খোদ্দাম ও আতফালদের পুরস্কৃত করা হয়

সমাপ্তি অধিবেশনে মোহতরম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব, সদর মুরুব্বী মওলানা ফারুক আহমদ সাহেবসহ মজলিসের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় তরবিয়তী ক্লাশ

৩। গত ২৭শে জানুয়ারী '৮৪ থেকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদে মোবারকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিস সমুহের ১ম বর্ষিক তালিম ও তরবিয়তী ক্লাশ শুরু হয়েছে-আলহামদুলিল্লাহ, এই তরবিয়তী ক্লাশ আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী '৮৪ পর্যন্ত চলবে, ইনশাআল্লাহ।

২৭শে জানুয়ারী শুক্রবার বাদ জুমা নামাযের পর ক্লাশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ঢাকা থেকে ন্যাশনাল মোতামাদ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, নাযেম ওয়াকারে আমল জনাব নঈম তফভীজ, জেলা কায়েদ জনাব আব্দুল হাদী ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় আগমন করেন। মোট ২২টি মজলিসের মধ্য হতে এ পর্যন্ত ১২টি মজলিসের ৮৯ জন আতফাল ও ৩০জন খোদ্দাম নিয়মিত ছাত্র হিসাবে এই মহতী ক্লাশে অংশ গ্রহন করে।

মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব, মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, মৌঃ আবুল কাশেম আনসারী সাহেব, মৌঃ সামছুজ্জামান সাহেব শিক্ষক হিসাবে শিক্ষা দিচ্ছেন। নায়েব জেলা কায়েদ জনাব আবুল কাশেম সাহেবসহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বেশ কিছু সংখ্যক উৎসাহী খোদ্দাম রাত দিন পরিশ্রম করছেন, যাযাহুমুল্লাহ।

ক্লাশটির পুর্ণ কামিয়াবী ও অংশগ্রহণকারী ছাত্রগণ যাতে দ্বীনি তালীম হাসিল করে প্রকৃত খাদেমে দ্বীন হয় সেজন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল,
ন্যাশনাল মোতামাদ

৪। ক্রোড়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ২য় বার্ষিক ইজতেমা

গত ১৩ ও ১৪ই জানুয়ারী কুমিল্লা জিলার ক্রোড়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ২য় বর্ষিক ইজতেমা আল্লাহতায়ালার বিশেষ ফজলে অত্যন্ত ফলপ্রসু ও সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

মজলিসের প্রায় ৬০ জন খোদ্দাম ও আতফাল ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। দুই দিন

ব্যাপী এই ইজতেমায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়! তারমধ্যে কোরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এবং খেলাধূলা অন্যতম।

ইজতেমায় যোগদানের জন্য চট্টগ্রাম থেকে নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ-২ জনাব কাউসার আহমদ সাহেব, ঢাকা থেকে ঢাকা বিভাগীয় কায়েদ জনাব, ন, ন, মোহাম্মদ সালেক সাহেব, জামাতের সদর মোয়াল্লেম মৌলবী ছলিমুল্লাহ সাহেব, কুমিল্লা থেকে জনাব আবুল কাশেম সাহেবসহ পার্শ্ববর্তী বহু খোদ্দাম আগমন করেন।

উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন জনাব কাউসার আহমদ সাহেব। স্থানীর জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবসহ বহু আনসার সাহেব এতে উপস্থিত ছিলেন। ইজতেমা অনুষ্ঠানের ফলে এলাকায় তবলীগের জন্য বিশেষ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

স্থানীয় মজলিসের কায়েদ জনাব এনামুল হক ভুইয়া, ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব শরীফ আহমদ চৌধুরীসহ অন্যান্য খোদ্দামগণ ইজতেমা অনুষ্ঠানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। যাযাহুমুল্লাহ!

সমাপ্তি অধিবেশনে বিজয়ী খোদ্দাম ও আতফালদের পুরস্কৃত করা হয়। আহাদ পাঠের পর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন জনাব কাউসার আহমদ সাহেব।

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার
জরুরী বিজ্ঞপ্তি

৫। বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সকল স্থানীয় কায়েদ সাহেবানদের পুনরায় স্মরণ করানো যাইতেছে যে ১৯৮৩-৮৪ সনের তাজনীদ ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে প্রেরণ করিবার নিয়ম। কিন্তু এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মজলিস হইতে তাজনীদ রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।

অতএব, কাল বিলম্ব না করিয়া অতিসত্বর উহা বাংলাদেশ মজলিসে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

উল্লেখ্য যে, এই তাজনীদে কোন খাদেম ও তিফল যেন বাদ না পড়ে। খাকছার,

মোঃ আবদুস সামী
নাযেম তাজনীদ মঃ খোঃ আঃ বাংলাদেশ

দোওয়ার আবেদন

১। জনাব শহিদুর রইমান সাহেব আজ দীর্ঘদিন যাবৎ ডায়বেটিক ও অন্যান্য ব্যধিতে অসুস্থ থাকার পর এখন কিছুটা উন্নতির দিকে। তাহার সম্পূর্ণ রোগ মুক্তির জন্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোয়ার আকুল আবেদন করা যাইতেছে।

২। জনাব শহিদুর রহমান সাহেবের ২য় ছেলে ওয়াহিদুর রহমান (তপন)-এর ফুস-ফুসে পানি জমিয়াছে, সে এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহিয়াছে। তাহার আরোগ্যের জন্য দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

তারুয়াতে সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা

বিগত ২১শে জানুয়ারী রোজ শনিবার অপরাহ্ন আড়াই ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকা পর্যন্ত তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে এক মহতী সিরাতুন্নবী (সাঃ) আলোচনা সভা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সভাস্থলে প্রায় ৪ শত অত্র গ্রামের সর্ব্ব শ্রেণীর মানুষ সমবেত হন। সুসজ্জিত শামিয়ানার নীচে লাউড স্পিকারে উত্তম ব্যবস্থার মধ্য দিয়া, তারুয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ আহ্‌মদ আলী সাহেবের সভাপতিত্বে তেলাওয়াতে কুরআন পাক ও নজম পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ আরম্ভ হয়। সভাপতির উদ্বোধী ভাষণ ও দোওয়ার পর মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনী ও সিরাতের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করিয়া সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব ডাঃ হেলাল উদ্দিন, জনাব আবদুল কাদের মণ্ডল, মুয়াল্লেম, জনাব আবুল কাসেম আনসারী, তারুয়া নিবাসী অধ্যাপক আবু সাঈদ, তালশহর মাদ্রাসার মুদাররেস মৌলানা আবদুস সাত্তার সাহেব, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে আগত সদর মুয়াল্লেম মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, ঢাকা হইতে আগত সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব ও তারুয়ার কৃতী সন্তান সুখ্যাত বক্তা জনাব মৌঃ মোস্তফা আলী সাহেব। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোওয়া শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। অতঃপর বাজামাত মাগরিব ও ইশার নামায আদায়ের পর এবার সালানা জলসায় প্রদত্ত হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আঃ)-এর উদ্বোধনী ভাষণের কেসেট লাউড স্পিকারে শোনানোর মাধ্যমে এই মহতী সভা সমাপ্ত হয়, আলহামদু লিল্লাহ।

তবলীগি ফোল্ডার বিতরণ

গত ২৩শে জানুয়ারী '৮৪ "টংগী বিশ্ব ইজতেমা"র শেষ দিন বিকালে ইজতেমা হতে বিদায়ের প্রাক্কালে জনসাধারণের নিকট "আহমদীয়া জামাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি" শীর্ষক আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত ফোল্ডারটি বিতরণ করা হয়। ফোল্ডারটি বিতরণের সময় ঢাকার কোন একটি মাদ্রাসার কতিপয় ছাত্র তিনজন খোদ্দাম (আহমদী যুবককে)-মারপিট করে এই সময় নিকটস্থ কর্তব্যরত পুলিশ মাদ্রাসার ছাত্রদের মারপিট থেকে খোদ্দামদের রক্ষা করেন এবং ৪ জন খোদ্দাম ও ৫ জন মাদ্রাসার ছাত্রকে ক্যান্টনমেন্ট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। থানায় একটি মামলাও লিপিবদ্ধ করা হয়। ঘটনাটি জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নিকট সংঘটিত হয়। আল্লাহতায়ালার ফজলে পরদিন সন্ধ্যায় কোর্ট থেকে খোদ্দামগণ জামীনে মুক্তি লাভ করেন। যাদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং জামীনে যারা মুক্তি লাভ করেন তারা হলেন, জনাব মোহাম্মদ আমিরুল হক, জনাব আব্দুল হাকিম, জনাব বুলবুল আহমদ ও জনাব রফিক আহমদ।

(আহমদী রিপোর্ট)

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৯তম সালানা জলসা

আল্লাহর অসীম রহমতে তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার (পোঃ তারুয়া ভায়া বিংবাড়িয়া জিলা কুমিল্লা) ৪৯তম সালানা জলসা ১৭ ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ৪ঠা ও ৫ই ফাল্গুন ১৩৯০ উক্ত গ্রামের আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে। সকল ভ্রাতার খেদমতে জলসায় যোগদানের সাদর আমন্ত্রণ ও জলসার কামিয়াবীর জন্য দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

নিবেদক– **ডঃ আহমদ আলী**

প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান জলসা কমিটি, আঃ আঃ, তারুয়া

আনসারুল্লাহর জ্ঞাতব্য

বার বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও মাত্র কয়েকটি মজলিস ব্যতিরেকে মাসিক কারগুজারী রিপোর্ট মজলিস সমুহ হইতে পাওয়া যায় নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। আশা করি, প্রতিটি মজলিসের কর্মকর্তাগণ আগামীতে রীতিমত মাসিক কারগুজারী রিপোর্ট প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে অত্র দপ্তরে খাকসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

২। ১৯৮৪ সনের বাজেট অতি শীঘ্র "সেক্রেটারী মাল, বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ"র নিকট প্রেরণ করার জন্য সকল মজলিসকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

নিবেদক-- **মজহারুল হক**

মোতামাদ উমূমী, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ, ঢাকা

শোক সংবাদ

খড়মপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট মৌলবী গোলাম মওলা খাদেম সাহেবের ভ্রাতা জনাব গোলাম সাত্তার খাদেম সাহেব গত ১/১/৮৪ ইং ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার নিজ গ্রাম খড়মপুরে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে··· ··· ····· ···রাজেউন। মরহুম একপুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয় ও গুণগ্রাহী রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার ইন্তেকালের নয় দিন পর মরহুমের মাতা পরলোক গমন করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে ····· রাজেউন) উভয়ের রুহের মাগফেরাতের এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবার বর্গের ধৈর্য্য ধারণের শক্তি লাভের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছ। আল্লাহতায়ালা সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

সন্তান তওল্লাদ

গত ১৩ই জানুয়ারী ৮৪ইং রোজ শুক্রবার দিবাগত রাত ৩-২৫ মিনিটে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আমদীরার ইন্‌সপেকটর বায়তুলমাল শাহ মোঃ আব্দুল গনি কে আল্লাহতায়ালা এক কন্যা সন্তান দান করিয়াছেন (আলহামদুলিল্লাহ)। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট সকাতর দোওয়ায় আবেদন জানান যাইতেছে, আল্লাহতায়ালা যেন নবজাতককে দীর্ঘজীবি ও খাদেমায়ে-দ্বীন করেন, আমীন।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar